দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 27 FEB 1988 ...
পৃষ্ঠা... ... ৭ কলাম ... ১ ...

009

সরকারী কলেজ শিক্ষক সংকট নিরসন প্রসঙ্গ

শাহ আলম চৌধুরী

গত ১লা ফাল্গুন, ১৩৯৪ সংখ্যা সংবাদ-এ হারাধন গাঙ্গুলী লিখিত 'কলেজ শিক্ষকদের সমস্যার কয়েকটি দিক' শীর্ষক একটি নিবন্ধ প্রকাশ পেয়েছে। লেখাটি বাস্তবতার প্রেক্ষিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ লেখায় তিনি বলেছেন, "প্রতিটি জেলা সদরে একটি ছেলেদের ও একটি মেয়েদের কলেজ সরকারীকরণের নীতিগত সিদ্ধান্ত সরকারের রয়েছে। এ ছাড়াও বিভিন্ন বিবেচনায় বিভিন্ন এলাকায় অনেকটা অপরিকল্পিতভাবেই সরকার বেশ কিছু কলেজ সরকারীকরণ করেছেন। এইভাবে বর্তমানে প্রায় ১৬৬টি কলেজ সরকারী হয়েছে এবং এই সমস্ত কলেজে আত্মীকরণ বিধি ১৯৮১ অনুযায়ী শিক্ষকদের মাত্র ৫০% চাকরিকাল পদোন্নতি ও পেনশনের ক্ষেত্রে গণনা করা হচ্ছে। চার বছরের কম চাকরিকাল গণনা করা হয় না, টাইম স্কেলপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে 'ইফেকটিভ সার্ভিস'ও কার্যকর হয় না।"

আমাদের প্রশ্ন আত্মীকরণকৃত কলেজ শিক্ষকদের বেসরকারী কলেজের চাকরিকালের ৫০% ভাগকে বাদ দেয়া হলো কোন্ যুক্তিতে? পূর্বে দেশে সরকারী কলেজের সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত ছিল। বিপুলসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী বেসরকারী কলেজ থেকে লেখাপড়া শিখেই জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বেসরকারী কলেজের শিক্ষকদের ১৯৮১ সনের কলেজ আত্মীকরণ বিধিমতে ৫০% চাকরিকাল গণনা পদ্ধতি দেশের অন্যান্য চাকরিবিধির সঙ্গে মোটেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। সব চাকরিতে সময় গেলে শ্রমের পারিশ্রমিক মেলে; কেবল শিক্ষকতার ক্ষেত্রে যে সময় যাবে তার অর্ধেকের পারিশ্রমিক গণ্য করতে হবে? এটা কোন্ সভ্য-রীতি আমরা বুঝে উঠতে পারি না। পর্যায়ক্রমে সকল শিক্ষা ব্যবস্থাকেই জাতীয়করণ করার সরকারী সিদ্ধান্ত রয়েছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে নিয়ম-শৃংখলা না মেনে যখন তখন, যেখানে সেখানে অপরিকল্পিতভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করে শিক্ষকদের বেতন, ভাতাদির সুবৃহৎ বৈষম্য ও অসামঞ্জস্য সৃষ্টি করে সামগ্রিক শিক্ষা পরিবেশকে কলুষিত ও শিক্ষক-সমাজকে চরম হতাশাগ্রস্ত করে কি এমন সুফল লাভ করা যেতে পারে? একজন শিক্ষক একটি বৃহৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১৪ থেকে ২০ বছর চাকরি করেও প্রভাষক থাকছেন—তার কোনো পদোন্নতি হচ্ছে না; অথচ প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্বল্প সংখ্যক ছাত্র-অধ্যুষিত একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অকস্মাৎ সরকারীকরণ করার পর সেখানকার শিক্ষকদের ৫০% চাকরিকাল গণনা করে কোনো শিক্ষকের আট বছর চাকরি পূর্ণ হলেই তাঁকে সহকারী অধ্যাপকের পদ দেয়া হচ্ছে। আবার বলা হচ্ছে, শূন্যপদ নেই বলে সামগ্রিক পদোন্নতি (যাদের চাকরিকাল ৮ বছর পূর্ণ হয়েছে) দেয়া যাবে না। কিন্তু হারাধন গাঙ্গুলী উদ্দিষ্ট প্রবন্ধে লিখেছেন, "১৬৬টি অধ্যক্ষের পদের মধ্যে ৬২টি, ১৪৮টি উপাধ্যক্ষের পদের মধ্যে ৫০টি, ১৯৭টি অধ্যাপকের পদের মধ্যে ১১২টি, ১২৭৭টি সহযোগী অধ্যাপকের মধ্যে ৬৩৭টি, ২১৯০টি সহকারী অধ্যাপকের পদের মধ্যে ৪৯৯টি এবং ৪১৭৫টি প্রভাষকের পদের মধ্যে ১০৯৭টি অর্থাৎ বর্তমানে সর্বমোট ২৪২৭টি পদ শূন্য।" কিন্তু এরপরও বলা হবে, সব বিভাগে পদ শূন্য নেই। কাজেই আট বছর চাকরি হলেই (কোনো কোনো ক্ষেত্রে তার আগেও) প্রাণিবিদ্যা বা উদ্ভিদ বিভাগের শিক্ষকের পদোন্নতি নেয়া হবে; কিন্তু ১৪ বা ২০ বছর চাকরি হলেও একজন বাংলা, রসায়ন, পদার্থ, অঙ্ক, দর্শন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস, বাণিজ্য ইত্যাদি বিষয়ের শিক্ষকের কোনো পদোন্নতি হবে না। এটা অশোভন, অমানবিক ও অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত নয় কি?

যিনি যে প্রতিষ্ঠানে চাকরি করছেন তাঁর কার্যকাল ৮ বছর পূর্ণ হয়ে গেলে তাকে সেই প্রতিষ্ঠানে পরবর্তী পদোন্নতি বা পদোন্নতির সমমানের আর্থিক সুযোগ-সুবিধা দেয়া যায় না কি?

ইতিমধ্যেই অনেকেই টাইম স্কেল পেয়েছেন; কিন্তু পদোন্নতি পাননি; তাঁদেরও কি পদোন্নতির পরীক্ষা দিতে হবে?

কেউ কেউ দাবী করেন, যারা পি, এস, সি'র মাধ্যমে প্রভাষক পদে ঢুকেছেন, তাদের চাকরিকাল সাত বছর পূর্ণ হলেই পরবর্তী প্রমোশন দেয়া হোক। কিন্তু আত্মীকরণকৃত কলেজ শিক্ষকদের চাকরিকাল ১৪ বছর পূর্ণ হলেও পদোন্নতির পরীক্ষা দিতে হবে--নইলে প্রভাষকই থেকে যেতে হবে। যদি পরীক্ষা দিয়েই পদোন্নতি নিতে হবে; তবে চাকরিকাল চার বছর পূর্ণ হলেই অথবা আত্মীকরণ করার মুহূর্তেই কেন (যাদের প্রয়োজন পড়তো) প্রমোশন পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়নি? এই জটিল প্রসঙ্গটি ভেবেই হারাধন বাবু লিখেছেন--"যারা চার বছর অতিক্রম করে পরীক্ষা দেবেন আর যারা ১১ বছরেও পদোন্নতি পাননি (এদের মধ্যে পি, এস, সি কর্তৃক নির্বাচিতও রয়েছেন) তারা একই বেঞ্চে বসে সহকারী অধ্যাপক হবার পরীক্ষা কিভাবে দেবেন?

গত ১৪ই কার্তিক ১৩৯৪ সংখ্যা সংবাদ-এ জনাব নজরুল ইসলাম মজুমদার 'শিক্ষা সংকট ও শিক্ষা ক্যাডারের সমস্যা' শীর্ষক দীর্ঘ নিবন্ধ প্রকাশ করেছেন। ঐ নিবন্ধে তিনি সরকারী শিক্ষা সার্ভিসের উর্ধতন ব্যবস্থাপনার বিচ্যুতি; শিক্ষা সার্ভিস ক্যাডারের সাথে অন্য সরকারী সার্ভিস ক্যাডারের বৈষম্যের চিত্রই মূলতঃ তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, "দেশ বিভাগের সময় সরকারী

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 27 FEB 1988 ...
পৃষ্ঠা... ... ৭ কলাম ... ৩ ...

কলেজের সংখ্যা ছিল ৮টি। পাকিস্তান আমলে সরকারী কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৩৪টি। বাংলাদেশে বর্তমানে সরকারী কলেজের সংখ্যা ১৬৬টি। কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু সেগুলোর ব্যবস্থাপনার জন্য সে অনুপাতে শিক্ষা অধিদপ্তরের জনবল বৃদ্ধি পায়নি ও সম্প্রসারণ ঘটেনি।"

অতএব তাঁর সাজেশন, 'সরকারী কলেজসমূহের ভাবমূর্তি রক্ষা ও শিক্ষার স্বীকৃত মান বজায় রাখা এবং প্রভাষক পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে দ্বৈত নীতি পরিহারের লক্ষ্যে বর্তমান পদ্ধতিতে কলেজ সরকারীকরণ প্রক্রিয়া অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে।' আসলে কিভাবে সে শিক্ষা সঙ্কটের নিরসন ঘটবে-- কলেজ সরকারীকরণ বন্ধ রেখে না জাতীয়ভিত্তিক সুষ্ঠু শিক্ষা নীতি প্রণয়ন করে?

বর্তমানে যে শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ও শিক্ষা কাঠামো প্রচলিত আছে তা নানারূপ ভেদনীতির ফলে উত্তরোত্তর জটিল ও অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি সৃষ্টি করছে। পি, এস, সি'র মাধ্যমে চাকরিপ্রাপ্ত, পূর্বে আত্মীকরণ ও পরে আত্মীকরণ সরকারী কলেজ কর্মচারী, প্রভাষক, সহকারী ও সহযোগী অধ্যাপকের মধ্যে সৃষ্ট বিরাট বেতন বৈষম্য গোটা শিক্ষা পরিমণ্ডলকে অপ্রীতিকর বিভাগে বিভক্ত করে রেখেছে। সমগ্র শিক্ষক সমাজ যে জাতিগতভাবে শিক্ষা প্রদানের মতো একটা মহান পেশায়, একই আদর্শে ও লক্ষ্যে নিয়োজিত--সেরূপ কোনো ঐক্যানুভূতি শিক্ষক সমাজে আজ নেই। একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং একই শিক্ষা দান কর্মে নিয়োজিত থেকেও এক শিক্ষক আরেক শিক্ষক হতে গুণগত নয়, কৌশলগত অবস্থানের ফেরে-- অনেক আলাদা এবং পরস্পর ঈর্ষাকাতর।

আলোচ্য বিষয়ে নানা লেখালেখি হয়েছে ইত্যবসরে এবং বলাই বাহুল্য সবগুলো লেখা ও মতই প্রচণ্ডরূপে পরস্পর বিরোধী। উদ্দিষ্ট সঙ্কট নিরসনে আমরা নীচের মতামত মূল্যায়নের জন্য তুলে ধরছি :-(১) সুষ্ঠু পরিকল্পনার ভিত্তিতে (সস্তা স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্য নয়) সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থাকেই পর্যায়ক্রমে জাতীয়করণ করা হোক।

(২) শিক্ষক ও শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন প্রশিক্ষণ গ্রহণ। এর জন্য যে শিক্ষক যে বিষয় পড়ান সেই বিষয়ের ওপর তাঁর যোগ্যতা যাচাই পরীক্ষা নেয়া যেতে পারে। অথবা কর্মরত শিক্ষকের যোগ্যতা যাচাই প্রসঙ্গে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের নিরপেক্ষ মতামতকে গুরুত্ব দেয়া যেতে পারে। অথবা শিক্ষকের পদোন্নতির জন্য শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে এবং শিক্ষকের নিজপাঠদান বিষয়ের ওপর শিক্ষকের দ্বারা তথ্যবহুল গবেষণা প্রবন্ধ লিখিয়ে নেয়া যেতে পারে।

(৩) বর্তমান বিসিএস ভিত্তিক প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা শিক্ষকের পদোন্নতির জন্যে আদৌ প্রযোজ্য হতে পারে না। এতে একজন শিক্ষকের সঠিক যোগ্যতা যাচাই হয় না।

(৪) যারা টাইম-স্কেল পেয়েছেন সেইসব শিক্ষকের পদোন্নতির পরীক্ষা দিতে হবে কি? পদোন্নতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেই পদোন্নতির নিশ্চয়তা আছে কি? শিক্ষকের বার্ষিক প্রতিবেদন যা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান দেন--তার ভূমিকা কি? পদোন্নতি, টাইম-স্কেল ইত্যাদির ব্যাপারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের মতামত, শিক্ষকের নিজ বিষয়ে প্রকাশিত ভালো প্রবন্ধ বা গ্রন্থকে গুরুত্ব দেয়া হোক।

(৫) একই রূপ শিক্ষা প্রশাসন, শিক্ষা কর্মসূচী ও শিক্ষক নিয়োগ-বিধি বাস্তব প্রয়োজনের ভিত্তিতে গোটা দেশের জন্য প্রণীত হোক।

(৬) এনাম কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী প্রতি বিভাগে (ডিগ্রী লেভেল কলেজে) একজন সহযোগী অধ্যাপক, একজন সহকারী অধ্যাপক এবং দু'জন প্রভাষক মোট চারজন শিক্ষক রাখার ব্যবস্থা রয়েছে। এ সিদ্ধান্ত অনুসারে একটি বড় কলেজের দু'হাজার ছাত্রের বাধ্যতামূলক বিষয় বাংলার জন্যেও চারটি শিক্ষক এবং আরবী, দর্শন, ইতিহাস (যাদের ছাত্র সংখ্যা নিতান্তই কম) বিষয়ের জন্যও চারটি শিক্ষক রাখার ব্যবস্থা রয়েছে। এটা কোন্ ধরনের যুক্তি?

কাজের ভার এবং প্রয়োজনের অনুপাত অনুসারে অধ্যাপকের পদ সংখ্যা পদোন্নতি ও কর্ম-সংস্থানের ব্যবস্থা করা হোক।

(৭) শিক্ষকতার ক্ষেত্রে এবং শিক্ষা প্রশাসনের ক্ষেত্রে দু'টি আলাদা যোগ্যতা যাচাই পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি চালু করা হোক। যে ব্যক্তির যে দিকে যোগ্যতা প্রমাণিত হবে, তাকে শিক্ষার সে দিকেই রাখা উচিত।

(৮) যে শিক্ষক ৮ বছরের উর্ধ্বকাল ধরে একই পদে চাকরি করছেন, যদি জটিলতার কারণে তার ভাগে পদোন্নতির শিকা না ছেড়ে, তবু মানবিক কারণে ও বাস্তব প্রয়োজনে আর্থিক দিক থেকে তাকে বঞ্চিত রাখার কোন যুক্তিই নেই। প্রশাসনিক জটিলতার হেরফেরে ১৪ বছর বা ২০ বছর ধরে যে শিক্ষককে একই পদে চাকরি করতে হচ্ছে--তাঁর আর্থিক ক্ষতির দিকটা দেখা না হলে তাঁর নিকট থেকে কি ভালো কাজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আশা করতে পারে?

যদি স্বীকার করা হয়, শিক্ষা ও শিক্ষকের গুরুত্ব জাতীয় জীবনে রয়েছে, তবে আলোচ্য সংকটসমূহের নিরসন জরুরী ভিত্তিতে করা একান্ত প্রয়োজন।